তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১১৩

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

التوحيد ومجتمع اليوم

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ

রবীউল আখের ১৪৪২ হি./অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/নভেম্বর ২০২০ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

TAWHEEDER SHIKKHA O AJKER SAMAJ (Teachings of Tawheed & Today's Society) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph : 88-0247-860861. Mob : 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	০৫
তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ	০৭
তাওহীদের পটভূমি	০৮
তাওহীদ থেকে বিচ্যুতির কারণ	০৯
জগতের অবস্থা	১১
নূহ (আঃ)-এর কওমের অবস্থা	১২
ইহূদী-নাছারাদের অবস্থা	১২
হিন্দু সমাজে একেশ্বরবাদ	১৩
আরবের মুশরিকদের অবস্থা	১৬
তাওহীদের প্রকারভেদ	২০
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তাৎপর্য	২২
তাওহীদের শিক্ষা সমূহ	২৪
১ম শিক্ষা : আল্লাহকে জানা	২৪
২য় শিক্ষা : কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা	২৮
৩য় শিক্ষা : মানুষকে সৎকর্মশীল বানানো	৩০
শয়তানের দু'টি ফাঁদ : ভোগবাদ ও অদৃষ্টবাদ	৩১
৪র্থ শিক্ষা : আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করা	৩৪
শিরকের প্রকারভেদ	৩৫
১ম : ইশরাক ফিল ইলম বা জ্ঞানগত শিরক	৩৫
২য় : ইশরাক ফিত তাছাররুফ বা ব্যবহারগত শিরক	৩৭
সাহায্য প্রার্থনা	৪৬
৩য় : ইশরাক ফিল ইবাদাহ বা ইবাদতে শিরক	৪৮
৪র্থ : ইশরাক ফিল আদাত বা অভ্যাসগত শিরক	৫৩
৫ম : ইশরাক ফিল মহব্বত বা ভালোবাসায় শিরক	৫৮
আজকের সমাজ	৬০

ভূমিকা (المقدمة)

১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ১ম জাতীয় সম্মেলন ও ইসলামী সেমিনার-এর প্রথম দিন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তন, ঢাকায় 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক ইসলামী সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন, সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য এম.এ পাশ করা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীসের সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী (১৯৩০-২০০৩ খৃ.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, 'স্পষ্টভাষী' নামে পরিচিত দৈনিক ইত্তেফাকের প্রসিদ্ধ কলাম লেখক ও বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যুব উন্নয়ন মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল হামিদ (১৯১৮-১৯৮৩)। তবে শেষ মুহূর্তে তিনি আসতে পারেননি। দু'জন বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক প্রধান ও প্রফেসর এমেরিটাস ডঃ সিরাজুল হক (১৯০৫-২০০৫) এবং বাংলাদেশে প্রথম সঊদী রাষ্ট্রদূত ফুওয়াদ আব্দুল হামীদ আল-খত্বীব (১৯২৫-১৯৯৫)। এতদ্ব্যতীত উপস্থিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম এবং রাজধানীসহ বিভিন্ন যেলা থেকে আগত 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নেতা-কর্মী ও সুধীবৃন্দ।

প্রবন্ধটি পাঠের সময় বিশেষ অতিথি সঊদী রাষ্ট্রদূত ফুওয়াদ আব্দুল হামীদ আল-খতীব চেয়ার ছেড়ে দু'বার উঠে এসে লেখক তথা পাঠকের পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেন। অতঃপর স্বীয় ভাষণে লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একইভাবে প্রশংসা করেন অন্যতম বিশেষ অতিথি প্রফেসর ডঃ সিরাজুল হক। তিনি তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, জীবনে বহু সেমিনারে গিয়েছি। সব জায়গায় হাততালি পেয়েছি। কিন্তু আজই ব্যতিক্রম দেখলাম। যেখানে কোন হাততালি নেই। আছে কেবলই আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবর। আমি 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সংস্কারধর্মী আন্দোলনের সার্বিক অগ্রগতি কামনা করি।

সেমিনারে উপস্থিত দৈনিক আজাদ-এর সহকারী সম্পাদক মাওলানা মুন্তাছির আহমাদ রহমানী (১৯২৩-১৯৮৯ খৃ.) বলেন, নিবন্ধটি ইংরেজী-উর্দূ-আরবী বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হৌক! তিনি প্রবন্ধটি নিয়ে যান ও পরের দিন থেকে কয়েক কিস্তিতে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

প্রবন্ধটি মাননীয় লেখকের একটি হারানো সম্পদ। যা বহুদিন পরে হঠাৎ ফাইলসমূহের মধ্যে পাওয়া যায়। হস্তলিখিত উক্ত পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করার জন্য হাফাবা-কে হস্তান্তর করায় আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে এ উপলক্ষ্যে ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে বইটি সম্মানিত লেখকের ও তাঁর মরহূম পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গের পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত
১০ই আগস্ট সোমবার ২০২০ *-প্রকাশক*

জন্যই নবীদের আগমন ঘটেছিল। এক্ষণে তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণ অনুসন্ধানের পূর্বে আমরা তাওহীদের পটভূমি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই।-

তাওহীদের পটভূমি (خلفية التوحيد) :

যিনি যে নামেই ডাকুন না কেন সকল ধর্মের মানুষ এ বিশ্বচরাচরের একজন সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করেন। এমনকি জড়বাদী দার্শনিকগণ First Cause বা 'প্রথম কারণ' হিসাবে এ সৃষ্টি জগতের পিছনে একজন ইচ্ছাময় শক্তির অস্তিত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা সৃষ্টি নিজেই স্রষ্টার প্রমাণ বহন করে। তাই সৃষ্টির সেরা মানুষ কখনো তার স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى، 'তুমি বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে ডাক বা 'রহমান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাকো না কেন, সকল সুন্দর নাম তো কেবল তাঁরই জন্য' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১১০)*। তবে 'আল্লাহ' নামটিই আল্লাহ্র সত্তাগত নাম। বাকী সবই গুণবাচক নাম। তিনি নিজেই নিজেকে 'আল্লাহ' নামে অভিহিত করেছেন। এটিকে ইসমে আযম বা শ্রেষ্ঠ নাম বলা হয়। যেমন তিনি বলেন, إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي– 'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ! আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর' *(ত্বোয়াহা ২০/১৪)*।

শুধু তাই নয় দুনিয়ার সকল মানুষ আল্লাহকে জীবন-মৃত্যুর মালিক ও সৃষ্টিজগতের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক হিসাবে মেনে নিয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ–

জগতের অবস্থা

(ظروف العالم)

মানুষ আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টি। সকল মানুষ আদমের সন্তান। আদম মাটির তৈরী। তাই মানুষের জন্য অহংকারের কোন কারণ নেই। মানুষের মাঝে ছোট-বড় কোন ভেদাভেদ নেই। মানুষ হিসাবে আমরা সাদা-কালো সবাই সমান। আমরা সবাই এক আল্লাহ্র গোলাম।

আল্লাহ্র প্রতি মানুষের আনুগত্য শয়তানের চক্ষুশূল। তাই সে মানবসৃষ্টির প্রথম থেকেই বিভিন্ন ধোঁকার জাল বিস্তার করে চলেছে। মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে সরিয়ে নিজের আনুগত্যে নিতে সে সর্বদা চেষ্টা করে। কখনও অত্যাচারী শাসক রূপে, কখনও শোষক পুঁজিপতি রূপে, কখনওবা ধর্মনেতার মুখোশ পরে অন্ধভক্তির মোহজালে আবদ্ধ করে সে স্বাধীন মানুষকে নিজের গোলাম বানিয়ে থাকে। যেমন ফেরাঊন তার জাতিকে বলেছিল– يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي، 'হে (আমার) সভাসদবর্গ! আমি জানিনা যে, আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*। অমনিভাবে অর্থগৃধ্নু কারূণ তার বিপুল বিত্ত-বৈভবে গরীবের হক অস্বীকার করে দম্ভ ভরে বলেছিল, إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، 'এই সম্পদ আমি আমার নিজের জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়েছি' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৮)*।

শয়তানী ধোঁকায় পড়ে মানুষ কখনও অন্য মানুষের, কখনও জিন-পরী-ফেরেশতাদের, কখনও চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র বা বৃক্ষলতার, এমনকি কখনও গোবৎসকেও পূজা করেছে। কখনোবা নবী-অলী ও সাধু-সজ্জনদের পূজা করেছে ও তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি চেয়েছে। সাধু লোকদের মূর্তি বানিয়ে তার সম্মুখে মাথা নত করেছে। কখনও ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা ও কোন কোন নবীকে আল্লাহ্র পুত্র ভেবেছে।

তাদের নিকট নিজেদের অভাব-অভিযোগ পেশ করেছে। তাদের কবরে সিজদা করে অথবা কবরে মানত করে কিংবা কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভক্তির অর্ঘ্য পেশ করেছে। মনোবাঞ্ছা পূরণের আকুল প্রার্থনা

ভালবাসেন পায়েস-পসরান্ন, নারায়ণ নাড়ু খাওয়ার অভিলাষী, মনসা দেবী দুধের পিয়াসী। এমনিভাবে অসংখ্য লোভের দেবতা সৃষ্টি করে মন্দিরের ঠাকুররা দেবতাকে ভোগ দেওয়ার নামে নিজেদের লোভকে চরিতার্থ করার এক চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করে নিয়েছেন।

কেবলমাত্র এতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস, গণেশের ইঁদুর, দুর্গার সিংহ, মনসার স্বর্প, কার্তিকের ময়ূর, বিষ্ণুর গরুড় বা ঈগল পাখী, মহাদেবের ষাঁড় বা বৃষ, যমরাজের কুকুর, ইন্দ্রের ঐরাবত বা হাতী, গঙ্গার মকর, ব্রম্মার পাতিহাঁস, বিশ্বকর্মার ঢেকী, শীতলা দেবীর গাধা এমনিভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর ভিন্ন ভিন্ন বাহন কল্পনা করা হয়েছে। আর ভক্তগৃহে দেব-দেবীদের আগমনকে সুনিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার জন্য এইসব ইতর জীবজন্তুর যথাসাধ্য পূজাও করে যেতে হয়। আর প্রায় সব পূজায় ঠাকুরদের ডাক পড়ে। ফলে এই অসংখ্য দেব-দেবী ও জন্তু-জানোয়ারের পূজা করতে গিয়ে হিন্দু সমাজ তাদের এক অদ্বিতীয় পরং ব্রম্ম অল্লোর উপাসনা ভুলে গিয়েছে। অন্যদিকে ব্রাক্ষণ-ঠাকুরদেরও রূযী-রোযগারের নিশ্চিত ব্যবস্থা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত রয়েছে বেল গাছে শিবঠাকুর, তুলশীগাছে নারায়ণ, তমাল গাছে শ্রীকৃষ্ণ, বট-অশ্বত্থে হর-পার্বতী, কলা গাছে কার্তিকের স্ত্রী কলাবউ, পুরীতে জগন্নাথ, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, কালীঘাটে কালীমাতা, কামাখ্যায় সতীর অঙ্গ, বৃন্দাবনে গোপীগণ, মথুরায় দেবকী-নন্দন প্রমুখরা হলেন স্থানীয় দেবতা। ফলে এইসব বৃক্ষ ও স্থানসমূহও উপাস্যের মর্যাদা লাভ করেছে এবং যথারীতি উপাসনাও পেয়ে আসছে। ফলে ঘাটে-মাঠে, গাছে-নদীতে, পাহাড়ে-পর্বতে সর্বত্র যাদের এত উপাস্যের ছড়াছড়ি তারা বিশ্ব চরাচরের জন্য সর্বপ্রদাতা হিসাবে মাত্র একজন ইলাহকে মেনে নিবেন কেমন করে?

এ অবস্থা কেবল হিন্দু সমাজেই নয় বরং পৃথিবীর প্রায় সকল প্রান্তের মানুষের মধ্যে এই ধরনের অংশীবাদিতার অভিশাপ বিরাজিত ছিল। এ সম্পর্কে গ্রীকদের দেবতা প্যানডোরার সেই অদ্ভূত বাক্স এবং জুপিটার, মার্স, ভেনাস, ওসিয়্যানস, নেমেসিস, মিনার্ভা, মিউজেস, পসাইডোন, ওডেন, ভেষ্ট্যা, থর, লীডা প্রভৃতি বহু সংখ্যক দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দূর অতীতে ইউসুফ (আঃ) মিসরের কারাগারে তার সাথীদের

উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ؟ ‘পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?’ *(ইউসুফ ১২/৩৯)*। জাহেলী আরবের তাওহীদবাদী কবি যায়েদ বিন ‘আমর বিন নুফায়েল (মৃ. ৬০৫ খৃ.) বলেন,

أَرَبًّا وَاحِدًا أَمْ أَلْفَ رَبٍّ + أَدِينُ إِذَا تَقَسَّمَتِ الأُمُورُ

تركْتُ اللاتَ والعزَّى جميعاً + كذلكَ يَفْعَلُ الرجُلُ البصِيرُ

‘হাযার প্রতিপালকের আনুগত্য করব নাকি একজনের? + যখন কর্ম সমূহ বিভক্ত’। ‘আমি লাত এবং ওযযা সবাইকে ছেড়েছি + এরূপই করে থাকেন প্রকৃত বিচক্ষণ ব্যক্তি’।[২]

আরবের মুশরিকদের অবস্থা (حالة المشركين من العرب) :

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্বে আরবের অবস্থা ছিল চরমভাবে অধঃপতিত। নৈতিক, ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে তারা চরম দেউলিয়াত্বের পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু জাহেলিয়াতের এই ঘোর অমানিশার মধ্যেও তারা কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ও সকল ক্ষমতার উৎস হিসাবে স্বীকার করত। তাদের মধ্যেও আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের সন্ধান পাই। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মবর্ষে ইয়ামনের শাসক আবরাহা যখন কা‘বাগৃহ ধ্বংস করার জন্য মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন উপায়ান্তর না দেখে কা‘বাগৃহের মুতাওয়াল্লী রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব ফরিয়াদ করে আল্লাহ্র নিকট যে আকুল প্রার্থনা করেছিলেন তা আজও আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়। যেমন তাঁর প্রার্থনায় তিনি বলেন,

يَا رَبِّ لاَ أَرْجُو لَهُمْ سِوَاكَا + يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَا

إِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَا + إِمْنَعْهُمْ أَنْ يُّخْرِبُوْا قُرَاكَا

২. শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.) দিল্লী, ভারত, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ (কায়রো : দারুত্ তুরাছ, ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ খৃ.) ১/১২৬ পৃ.; বায়যাভী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২২ আয়াত।

তাওহীদের প্রকারভেদ

(أنواع التوحيد)

কুরআন ও হাদীছে তাওহীদের যে ব্যাখ্যা এসেছে, তাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। (১) তাওহীদে রুবূবিয়াত (تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ) : পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহ্র একত্ব। (২) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত (تَوْحِيْدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ) : নাম ও গুণাবলীর একত্ব। (৩) তাওহীদে উলূহিয়াত বা ইবাদত (تَوْحِيْدُ الْأُلُوْهِيَّةِ أَوِ الْعِبَادَةِ) : ইবাদত বা উপাসনায় একত্ব। অর্থাৎ যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া, আবেদন-নিবেদন ও ইবাদতের হকদার হিসাবে কেবলমাত্র আল্লাহকেই বিশ্বাস করা।

১ম প্রকার তাওহীদ তথা তাওহীদে রুবূবিয়াতের দলীল :

যেমন আল্লাহ বলেন, لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ- ‘আসমান ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সবকিছুর উপরে সর্বশক্তিমান’। ‘তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন; তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞাত’ *(হাদীদ ৫৭/২-৩)*।

এমনিভাবে সূরা আলে ইমরান, সূরা ত্বোয়াহা ও সূরা সাজদাহ্র প্রথমাংশ, সূরা হাশরের শেষাংশ এবং সবশেষে সূরা ইখলাছেই অত্র তাওহীদের পূর্ণ পরিচয় বিধৃত হয়েছে। আবু জাহল, আবু লাহাব সহ বিগত যুগের সকল মুশরিক তাওহীদে রুবূবিয়াতে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র এতটুকু বিশ্বাস মুসলিম হবার জন্য যথেষ্ট ছিলনা। সেজন্য নবী আগমনের প্রয়োজন হয়েছিল।

গুণাবলীর সদৃশ নয়। তাঁর গুণাবলী তাঁর সত্তার ন্যায় সনাতন। যা কখনোই পৃথক নয়। যেমন ফুল থেকে তার সুগন্ধি পৃথক নয়। ফলে একজন মুমিন যখন আল্লাহকে রূযীর মালিক বলে বিশ্বাস করে, তখন সে রূযীর জন্য হতাশ হয়না। যখন সে আল্লাহকে আরোগ্যদাতা হিসাবে বিশ্বাস করে, তখন সে রোগাক্রান্ত হ'লে নিরাশ হয়না। এমনিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে কেবল আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ও তাঁরই অনুগ্রহ কামনা করে। কিন্তু শিরকপন্থী ও অসীলাপূজারীরা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে অন্যকে শরীক সাব্যস্ত করে।

৩য় প্রকার তাওহীদ তথা তাওহীদে উলূহিয়াত বা ইবাদতের দলীল :

যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ– 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। তিনি বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، 'আর আমরা অবশ্যই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত হও' *(নাহল ১৬/৩৬)*। এর অর্থ মানুষ তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবলমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব করবে ও তাঁরই বিধান মেনে চলবে। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাকেই উপাস্য গণ্য করা হবে, সেই-ই ত্বাগূত।

পুরা কুরআন মাজীদই বলতে গেলে তাওহীদে ইবাদতের আলোচনায় ভরপুর। কেননা নবীদের প্রচারিত তাওহীদের অর্থ শুধুমাত্র তাওহীদে রুবূবিয়াত ছিলনা। যেমনটি অনেক কালাম শাস্ত্রবিদ ও ছূফীবাদীগণ ধারণা করে থাকেন।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তাৎপর্য (سر كلمة لآ إله إلا الله) :

তাওহীদের মূল কথাই হ'ল কালেমা ত্বাইয়েবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। ইলাহ অর্থ মালূহ বা মা'বূদ। যাকে ইবাদত করা হয়। যাঁর নিকট পুরস্কারের আশা করা হয় ও যাঁর শাস্তির ভয় করা হয়। যাঁর উপর নিশ্চিন্তে ভরসা করা হয় ও যাঁর নিকট অভাব-অভিযোগ পেশ করা হয় এবং যাঁর নিকট যাবতীয় বিপদাপদে সাহায্য প্রার্থনা করা

তাওহীদের শিক্ষা সমূহ (ثمرات التوحيد)

ইতিপূর্বে তিন প্রকার তাওহীদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা এবার তাওহীদের শিক্ষার উপরে যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

১ম শিক্ষা : আল্লাহকে জানা (الثمرة الأولي : معرفة الله)

তাওহীদের সর্বপ্রথম ও প্রধান শিক্ষা হ'ল আল্লাহকে জানা। আল্লাহকে জানতে হবে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, পালনকর্তা হিসাবে, রুযীদাতা হিসাবে। জানতে হবে যে, আমি প্রকৃতির সন্তান নই কিংবা বানরের বংশধর নই বা কোন এক্সিডেন্টের সৃষ্টি নই। আমি আমার ইচ্ছাতে বা অন্য কারু ইচ্ছায় এ দুনিয়ায় আসিনি। বরং আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই আমি মায়ের গর্ভে জীবন লাভ করেছি। অতঃপর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তিনিই আমাকে আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, রূযী দিয়ে লালন-পালন করে যাচ্ছেন। অতঃপর জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির অমূল্য নে'মত দিয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাকে সেরা সৃষ্টির মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।

এক্ষণে সেই মহান কারুণিক আল্লাহকে আমরা জানব কিভাবে? স্বয়ং আল্লাহ মেহেরবানী করে তার পাক কালাম মারফত আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দিয়ে এরশাদ করেছেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ- اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন সমূহ রয়েছে'। 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(আলে ইমরান ৩/১৯০-৯১)*। আল্লাহ আরও ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ– ‘নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে এবং নৌযানসমূহে যা সাগরে চলাচল করে, যদ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং বৃষ্টির মধ্যে, যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন। অতঃপর তার মাধ্যমে মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করেন ও সেখানে সকল প্রকার জীবজন্তুর বিস্তার ঘটান। আর বায়ু প্রবাহের রূপান্তরে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালার মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য (আল্লাহ্র অস্তিত্বের) নিদর্শনসমূহ রয়েছে’ *(বাক্বারাহ ২/১৬৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন, فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللهِ، ‘অতএব তুমি আল্লাহ্র অনুগ্রহের নিদর্শন সমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর’ *(রূম ৩০/৫০)*।

বলাবাহুল্য, এই জগতের প্রতিটি সৃষ্টিই তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। ধোঁয়ার পিছনে আগুনের অস্তিত্ব, কিরণের পিছনে সূর্যের অস্তিত্ব এবং ফুলের ঘ্রাণে আমরা ফুলের অস্তিত্ব অনুভব করি। ফুলটি গাঁদা না গোলাপ তা বুঝতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে ফুল গাছটির কথাও জানতে পারি। এক্ষণে যদি কেউ একটি ছিন্ন ফুল হাতে নিয়ে এসে বলে যে, এটার নাম আছে, গন্ধ আছে, কিন্তু এটি কোন গাছে ফোটেনি; বরং আপনা-আপনি ফুটে অস্তিত্ববান হয়েছে। তখন তাকে কি বলা যাবে?

অনুরূপভাবে সৃষ্টি জগতে রূযীর ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্র রাযযাক নামের, নিত্যদিন জন্ম-মৃত্যুর যে খেলা চলছে তা তার ‘মুহঈ’ ও ‘মুমীত’ নামের, সৃষ্টিকুলে যে দয়া ও ক্ষমাগুণের অস্তিত্ব রয়েছে তা তাঁর ‘রহীম’ ও ‘গাফূর’ নামের প্রমাণ বহন করে। এমনিভাবে সৃষ্টি জগতে একের পর এক সৃষ্টির যে ক্রমধারা চলছে, তা প্রমাণ বহন করে আল্লাহ্র মুক্বাদ্দিম ও মুওয়াখখির’ নামের। মানুষের মধ্যে যে সম্মান ও অসম্মানের ঘটনা অহরহ ঘটছে তা তাঁর ‘মু‘ইয’ ও ‘মুযিল্ল’ নামের সাক্ষ্য প্রদান করে। সাথে সাথে এগুলি একজন ইচ্ছাময়, প্রাণবান ও পরাক্রমশালী একক ও অবিভাজ্য সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। নিঃসন্দেহে তিনিই হ’লেন ‘আল্লাহ’। যার কোন শরীক নেই।

আল্লাহ্র গুণাবলীর প্রকাশকে অনেকে একই সত্তার প্রকাশ বলে ধারণা করে থাকেন। বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (খৃ. পূ. ৪২৮-৩৪৮) দর্শনে বিশ্ব ও বিশ্বস্রষ্টার সত্তা একই। মৃত্যুর পর সকল সৃষ্টি তার স্রষ্টার সত্তায় বিলীন হয়ে যাবে। তার এই দর্শন 'প্লেটোনিক দর্শন' নামে খ্যাত। এই দর্শনে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এই কুফরী দর্শন মুসলিম ছূফীদের মধ্যে 'ওয়াহদাতুল ওজূদ' বা সত্তার একত্ব মতবাদ তথা অদ্বৈতবাদ নামে প্রচলিত। তারা বলেন, যত কল্লা তত আল্লা। মরার পর মানুষ সব হবে ফানা ফিল্লাহ এবং বাক্বা বিল্লাহ। মনছূর হাল্লাজ, ইবনু আরাবী, কবি হাফেয এমনকি আল-কিন্দী, আল-ফারাবী, ইবনুল মাসকাভী ও ইবনে সীনার মত দার্শনিকগণও প্লেটোর এই ভ্রান্ত ধারণার অনুসারী ছিলেন। অথচ গুণ ও গুণবান সত্তা কখনো এক নয় এবং গুণ তার সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়না। যেমন ফুল ও ফুলগাছ কখনো এক নয় এবং ফুলের সুগন্ধি তার গাছের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়না। ফুল পড়ে গেলেও তার গাছ দাঁড়িয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য যে, এটি সম্পূর্ণ তাওহীদবিরোধী আক্বীদা। কেননা স্রষ্টিকে স্রষ্টার অংশ ভাবলে মানুষ তার নিজ স্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে ফেলবে। তখন সে নিজ প্রবৃত্তির তাড়নায় যা-ই করবে, তা-ই আল্লাহ্র কর্ম বলে সে মনে করবে এবং নিজেকে আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়তের ঊর্ধ্বে ভাববে। এটি তাকে স্রেফ স্বেচ্ছাচারী বানাবে এবং আল্লাহ্র নিকট কর্মফলের পুরস্কার বা শাস্তির অনুভূতি সে হারিয়ে ফেলবে। এটি তাওহীদ ও আখেরাত দর্শনের ঘোর বিরোধী।

অন্যদিকে এরিস্টটল (খৃ. পূ. ৩৮৪-৩২২)-এর চিন্তাধারায় বিশ্বের স্রষ্টা চিরস্থায়ী, অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু তাঁর কোন কাজ করার বা কাজের ইচ্ছা করার ক্ষমতা নেই। ফলে তার দর্শনে আল্লাহ একজন ইচ্ছাশক্তিহীন সত্তা। কর্মশক্তি হীন ঠুটো জগন্নাথ মাত্র। এর ঘোর প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ– 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। যিনি ছয় দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে উন্নীত

হয়েছেন। তিনি কর্ম পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন সুফারিশকারী নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' *(ইউনুস ১০/৩)*।

পার্থিব জীবন শেষে যে পুনরায় তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে, সেকথা জানিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى– 'অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের নিকটেই প্রত্যাবর্তনস্থল' *('আলাক্ব ৯৬/৮)*। ফিরে যাওয়া বললেই তাকে পৃথক সত্তা বুঝানো হয়। কখনোই একক সত্তা বুঝানো হয়না। যেমন সন্তান মায়ের কোলে ফিরে যায়, অর্থ সে মা থেকে পৃথক। সে কখনোই মায়ের দেহের অংশ হয়ে যায়না।

ইহূদীদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহ ছয়দিনে সবকিছু সৃষ্টি করে সপ্তম দিন শনিবারে আরশে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন। আর সেজন্য তারা শনিবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে সাব্যস্ত করেছে। এর প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ– 'আমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু'য়ের মধ্যেকার সবকিছুকে সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আর এতে আমাদের কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি' *(ক্বাফ ৫০/৩৮)*। তিনি বলেন, لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلا نَوْمٌ، 'কোনরূপ তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

যারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব খুঁজে পায়না, সেইসব জড়বাদী নাস্তিকদের প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّوْنَ– 'আর তারা বলে, আমাদের এই পার্থিব জীবন ভিন্ন আর কিছু নেই। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। কালের আবর্তনই আমাদেরকে ধ্বংস করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা স্রেফ ধারণা ভিত্তিক কথা বলে' *(জাছিয়াহ ৪৫/২৪)*। তারা ক্বিয়ামত বিষয়ে বলে থাকে, إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ– 'আমরা স্রেফ ধারণা করি মাত্র। এ বিষয়ে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী নই' *(জাছিয়াহ ৪৫/৩২)*।

এইসব বুদ্ধিমান লোকেরা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাল্বগুলির পিছনে সক্রিয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু কোটি পাওয়ারের সার্চ লাইট সদৃশ মহা সূর্য ও জ্যোতি মণ্ডিত নক্ষত্ররাজির পিছনে কোন সক্রিয় কুশলী স্রষ্টাকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

বস্তুতঃ আমরা আল্লাহকে চিনি একজন ইচ্ছাময় ও প্রজ্ঞাময় একক সত্তা হিসাবে, যিনি অনাদি-অনন্ত, যাঁর কোন শরীক নেই, যিনি এক ও অবিভাজ্য, যিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূযীদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা, বিপদহন্তা, রোগ ও আরোগ্যদাতা। যাঁর ইচ্ছাতেই এ জগতের সৃষ্টি। যার ইচ্ছাতেই এ জগতের পরিচালনা এবং একমাত্র যাঁর ইচ্ছাতেই এ জগত একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

আল্লাহ্র গুণাবলী : অতঃপর আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস অটুট থাকতে হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঠিক ঐভাবেই তাতে বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। যদিও আল্লাহ্র হাত, পা, চেহারা প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে সাদৃশ্যবাদী ও নির্গুণবাদী কিছু ভ্রান্ত ফের্কার জন্ম হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নিজস্ব আকার ও গুণাবলী রয়েছে, যা তাঁর উপযোগী। যার তুলনা কেবল তিনিই। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।

২য় শিক্ষা : কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা

(الثمرة الثانية : عبادة الله وحده)

আল্লাহকে তাঁর নাম ও গুণাবলীসহ জানার পর তাঁর সৃষ্টি হিসাবে তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব করা আমাদের উপর প্রধান দায়িত্ব হয়ে পড়ে। বরং আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হ'ল আল্লাহ্র ইবাদত করা। যদিও আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য সমস্ত সৃষ্টিজগত সর্বক্ষণ নিয়োজিত রয়েছে। তথাপি অন্যদের ইবাদতের তুলনায় স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মানুষের স্বেচ্ছাকৃত ইবাদত আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়। ঠিক যেমন বাড়ীর চাকরের আনুগত্যের চাইতে সন্তানের আনুগত্য পিতা-মাতার নিকট অধিকতর প্রিয় হয়। তার অবাধ্যতাও তেমনি চরম পীড়াদায়ক হয়ে থাকে।

দুনিয়ার মানুষ রুবূবিয়াতের ক্ষেত্রে তাওহীদকে স্বীকার করেছে। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকই তাওহীদকে অস্বীকার কিংবা অমান্য